ছয় নম্বর

হুজুর (সা:) এর ছোহবতে থাকিয়া সাহাবীগণ বহুগুণে গুনান্নীত ছিলেন। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি গুণের উপর মেহনত করিয়া আমল করিতে পারিলে দ্বীনের উপর চলা অতি সহজ।

গুনগুলি হল এইঃ

(১) কালিমা (২) নামায (৩) এলেম ও জিকির
(৪) একরামুল মুসলিমীন (৫) তাসহীহে নিয়্যত(সহীহ নিয়ত) (৬) দাওয়াত ও তাবলীগ।

কালিমাঃ

লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ। অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসুল।

- **উদ্দেশ্যঃ** আমরা দুই চোখে যা দেখি আর না দেখি আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই মাখলুক, আর মাখলুক কিছুই করিতে পারেনা আল্লাহর হুকুম ছাড়া, আর আল্লাহ সব কিছুই করিতে পারেন মাখলুক ছাড়া।
  একমাত্র হুজুর (সা:) তরিকায় আছে শান্তি আর কামিয়াবি।
- **লাভ ঃ** যে ব্যক্তি এক্বিন ও এখলাছের সাথে এই কালিমা একবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। যে ব্যক্তি এই কালিমা দৈনিক ১০০ বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা কাল কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল করে তুলবেন।
- **হাসিল করার তরিকাঃ** এই কালিমা লাভ জেনে আমি বেশি বেশি পড়ি, সমস্ত মানুষকে দাওয়াত দেই, দোয়া করি।

নামাযঃ

- **উদ্দেশ্য ঃ** হুজুর (সা:) যেভাবে নামায পড়েছেন, সাহাবীদেরকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেইভাবে নামায পড়ার যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করা।
- **লাভ ঃ** যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে (গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে) আল্লাহ তয়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করবেন।

(১) রিজিকের অভাব দূর করে দিবেন।
(২) কবরের আজাব মাফ করে দিবেন।
(৩) ডান হাতে আমলনামা দিবেন।
(৪) পুলসিরাত বিজলীর গতিতে পার করে দিবেন।
(৫) বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।

- **হাসিল করার তরিকা ঃ** আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করব। ওয়াজিব সুন্নাতের পাবন্দী করব, নফল নামায বেশী বেশী পড়ব, উমরি কাযা খুজে খুজে পড়ব,
  এই নামাযের লাভ জানিয়া আমি বেশী বেশী পড়ি, আর অপর ভাইকে দাওয়াত দেই , দোয়া করি।

CamScanner

এলেমঃ

- **উদ্দেশ্য ঃ** আল্লাহ তা'য়ালার কখন কি আদেশ ও নিষেধ তা জানিয়া হুজুর (সাঃ) এর তরিকায় আমল করা।
- **লাভ ঃ** যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষার জন্য ঘর থেকে বের হয় গর্তের পিপিলিকা থেকে শুরু করে সমুদ্রের মৎস পর্যন্ত তার জন্য দোয়ায়ে মাগফিরাত করতে থাকে।
- **হাসিল করার তরিকাঃ** আমরা এই এলেম দুই ভাবে শিখতে পারি, ফাযায়েলে এলেম ও মাসায়েলি এলেম ।

১। ফাযায়েলী এলেমগুলো তা'লিমের হালকা থেকে শিখতে পারি।

২। মাসায়েলী এলেমগুলো হক্কানী ওলামায়ে কেরাম থেকে শিখতে পারি।

এই এলেমের লাভ জানিয়া আমি বেশি বেশি শিখি, আর অপর ভাইকে দাওয়াত দেই,দোয়া করি ।

জিকিরঃ

- **উদ্দেশ্য ঃ** হার হালতে (সব সময়) আল্লাহ তা'য়ালার ধ্যান খেয়াল দিলে পয়দা করা।
- **লাভ ঃ** যে ব্যক্তি জিকির করিতে করিতে জিহ্বা তরতাজা রাখবে কাল কিয়ামতের দিন হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে সে জিন্দা আর যে যিকির করে না সে মুরদার সমতুল্য।

সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আফজাল জিকির হলো কোরআন তিলাওয়াত।

- **হাসিল করার তরিকা ঃ** সকাল-বিকাল তিন তসবীহ আদায় করা। যেমনঃ
  - ১। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ১০০ বার।
  - ২। যেকোন দরুদ শরীফ ১০০ বার।
  - ৩। ইস্তেগফার ১০০ বার।

* মাসনুন দোয়াগুলো জাগায় জাগায় আদায় করা।

* হক্কানী পীর সাহেবদের অজিফা থাকলে আদায় করা।

এই জিকিরের লাভ জানিয়া আমি বেশি বেশি পড়ি আর অপর ভাইকে দাওয়াত দেই,দোয়া করি।

একরামুল মুসলিমীনঃ

- **উদ্দেশ্য ঃ** হার মাখলুকের এহসান করা, মুসলমান ভাইদের কিমত জানিয়া কদর করা।
- **লাভ ঃ** যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করার চেষ্টা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ১০ বছরের নফল ই'তেকাফ করার সওয়াব দান করবেন।

হুজুর (সাঃ) বলেছেন যে,যার মধ্যে তিন ধরনের একরাম নাই সে আমার উম্মতে অন্তর্ভুক্ত না।

(১) বড়দের সম্মান করে না (২) যে ছোটদের স্নেহ করে না (৩) ওলামায়ে কেরামদের তাজিম করে না। (হক আদায় করে না)

- **হাসিল করার তরিকা ঃ** আমরা বড়দের সম্মান করব এবং ছোটদের স্নেহ করব, ওলামায়ে কেরামদের তাজিম করব(হক আদায় করব) একরামের লাভ জানিয়া আমি বেশী বেশী করি,আর অপর ভাইকে দাওয়াত দেই, দোয়া করি।

CamScanner

তাসহীহে নিয়্যত/সহি নিয়তঃ

- **উদ্দেশ্য ঃ** যেকোনো নেক কাজ করব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার রাজি খুশি করার জন্য করব।
- **লাভ ঃ** যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে রাজি খুশি করার জন্য সামান্যতম খুরমা পরিমান দান সদকা করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব দান করবেন।
- **হাসিল করার তরিকা ঃ** আমরা যে কোনো কাজ করবো ঐ কাজের শুরু করার পূর্বে নিয়তকে যাচাই করে নিবো, যদি নিয়ত সহীহ্ থাকে তাহলে বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করবো এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে কাজ শেষ করবো। আর যদি নিয়তের ভিতর গরমিল থাকে তাহলে ইস্তেগফার করে নিয়তকে সহীহ্ করে নিবো।

দাওয়াত ও তাবলীগঃ

- **উদ্দেশ্য ঃ** আল্লাহর দেওয়া জান, আল্লাহর দেওয়া মাল,আল্লাহর দেওয়া সময় নিয়ে,আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে,জান, মালের,সময়ের সহীহ্ ব্যবহার শিক্ষা করা।
- **লাভ ঃ** আল্লাহর রাস্তায়বের হয়ে নিজ প্রয়োজনে এক টাকা খরচ করলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ৭ লক্ষ টাকা সদকা করার সওয়াব দান করবেন। একটি নেক আমল করলে ৪৯ কোটি নেক আমলের সওয়াব দান করবেন।
- **হাসিল করার তরিকা ঃ** এই কাজ প্রথমে একাধারে তিন চিল্লা(চার মাস) দিয়ে শিক্ষা করতে হয়, এবং বৎসরে এক চিল্লা, মসজিদ ওয়ারি পাঁচ কাজ, সাপ্তাহিক সবগুজারী এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজের সাথে লেগে থাকতে হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি তৈরি, আপনারা তৈরি আছেন তো?

মসজিদ ওয়ারি পাঁচ কাজ / মাকামী পাঁচ কাজঃ

(দুই, দুই, আরাই, তিন, মাশওয়ারা প্রতিদিন)

১। প্রতিদিন মাশওয়ারা ।

২। প্রতিদিন দুই তালিমঃ একটি মসজিদে, অপরটি নিজ ঘরে।

৩। প্রতিদিন আড়াই ঘন্টা দাওয়াতি মেহনত।

৪। সপ্তাহে দুই গাস্তঃ একটি নিজ মহল্লায়(মোকামী গাস্ত) অপরটি অন্য মহল্লায়(বেরুনি গাস্ত) ।

৫। প্রতিমাসে তিনদিন।

CamScanner

ইজতেমায়ী আমল ১০টিঃ	তাবলীগের ১২টি কাজঃ	গাশত ৫ প্রকারঃ
১) সফর ২) মজ্জিল ৩) মাশওয়ারা ৪) তালিম ৫) নামাজ ৬) মুযাকারা ৭) উমুমি গাশত ৮) উমুমি বয়ান ৯) খানা ১০) ঘুম	চার কাজ বেশী করাঃ ১) দাওয়াত ২) তালিম ৩) ইবাদত (নামায+তেলাওয়াত+যিকির+দোয়া) ৪) খেদমত চার কাজ কম করাঃ ১) কম কথা বলা । ২) কম ঘুমানো । ৩) খানাতে কম সময় লাগানো । ৪) মসজিদে বাহিরে কম সময় লাগানো । চার কাজ মোটেই না করা ১) ছুয়াল করব না । ২) ছুয়ালের ভান করিব না । ৩। বিনা অনুমতিতে অন্যের মাল ব্যবহার করব না। ৪। অপচয় করিব না ।	১) খুছুছী গাশত । ২) তালিম গাশত। ৩) উমুমী গাশত। ৪। তাশাকিলী গাশত। ৫) উসূলী গাশত।

তা'লিমের পয়েন্ট ৫টিঃ

১। তা'লিম কি? ২। তা'লিমের উদ্দেশ্য। ৩। তা'লিমের বিষয়বস্তু।
৪। তা'লিমের লাভ। ৫। তা'লিমের আদব।

- **তা'লিম কিঃ** তা'লিম হলো মসজিদে নববীর বিশেষ একটি আমল।
- **তা'লিমের উদ্দেশ্যঃ** ফাজায়েলের কিতাবের বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা ও একিন দিলে পয়দা করা।
- **তা'লিমের বিষয়বস্তু ৩টিঃ**
  ১। কিতাবি তা'লিম।
  ২। কুরআন মশক করা ।
  ৩। ছয় নম্বরের মুযাকারা।
- **তা'লিমের লাভঃ** "অজ্ঞতা-মূর্খতা, জাহিলিয়াত দূর হয়, অজানা এলেম জানা যায়"যে মজলিসে তা'লিম হয় সেই মজলিসে আল্লাহ তা'য়ালা ছকিনা নামক রহমত বর্ষিত হয়, যে ঘরে তা'লিম হয় সেই ঘরে নেক সন্তান পয়দা হয়, বদদ্বীনি বের হইয়া যায়।

তা'লিমের আদবঃ

(ক) অজু করে বসা । (খ) সুন্নাত তরিকায় বসা।
(গ) চেপে চেপে বসা (খালি জায়গা পূরণ করে বসা) (ঘ) অর্ধচন্দ নেয় বসা।
(ঙ) মুতাকাল্লিমের সামনে জমে-জমে বসা । (চ) সুগন্ধী লাগিয়ে বসা।
(ছ) দিলের কানে শোনা । (জ) আমলের নিয়তে শোনা ।
(ঝ) তলব নিয়ে শোনা (ঞ) মুতাকাল্লিমের দিকে তাকিয়ে শোনা
(ট) অপর ভাইয়ের নিকট পৌছানোর উদ্দেশ্যে শোনা ।

তালিমের হকঃ

ক) আল্লাহর নাম আসলে 'আল্লাহ জাল্লা শানুহু' বলা ।
খ) ফেরেস্তাদের নাম ও (আমাদের নবীর ব্যতিত) সমস্ত নবীদের নাম আসলে 'আলাইহিস সালাম' (আঃ) বলা।
গ) আমাদের নবীর নাম আসলে দরুদ পড়া 'সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম' (সাঃ) বলা।
ঘ) পুরুষ সাহাবীদের নাম আসলে 'রাযি আল্লাহু আনহু'(রাঃ) বলা।
ঙ) মহিলা সাহাবীদের নাম আনলে 'রাযি আল্লাহু আনহা'(রাঃ) বলা।
চ) বুযুর্গ ব্যক্তিগগণের নাম আসলে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' (রহঃ) বলা।
ছ) নিয়ামতের কথা আসলে "সুবাহানাল্লাহ" বলা।
জ) আযাবের কথা আসলে "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলা।

CamScanner

এসো ছয় নম্বর শিখি

মাশওয়ারার পয়েন্ট ৫টিঃ (পরামর্শ)

১। মাশওয়ারা কি? ২। মাশওয়ারার উদ্দেশ্য ৩। মাশওয়ারার বিষয়বস্তু

৪। মাশওয়ারার লাভ ৫। মাশওয়ারার আদব

❖ **মাশওয়ারা কিঃ** (ক) আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় আমল /আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম (খ) সমস্ত নবীগণের সুন্নত (গ) সাহাবীগনের আদদ (ঘ) মু'মিনের সিফাত

❖ **মাশওয়ারার উদ্দেশ্য ঃ** সকল সাথীদের দিলে দ্বীন জিন্দা করার ফিকির পয়দা করা। অথবা, দ্বীনের তাকাযাকে সামনে রেখে সাথী ভাইদের খেল নিয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা।

❖ **মাশওয়ারার বিষয়বস্তু ৩ টিঃ**

১। নিজে কিভাবে ঈমান ওয়ালা, আমল ওয়ালা, মুখলেছিন, দ্বীনের দায়ী হতে পারি, অপর ভাইকেও বানাইতে পারি।

২। আমরা যে মসজিদে আসছি সে মসজিদে ৫ কাজ চালু থাকলে ফায়দা নিব, কমজোর থাকলে জোরদার করব।

চালু না থাকলে চালু করার চেষ্টা করব।

৩। আমরা যেমন একটা জামাত বের হইয়া আসছি। সেইভাবে এই মহল্লা থেকে নগদ জামাত বের করার চেষ্টা করব।

❖ **মাশওয়ারার লাভ ঃ** মাশওয়ারা করে কাজ করলে ("জোড়মিল মুহাব্বত, হইতে হয়না বেইজ্জত, ক্ষতি থেকে হেফাজত, আসে আল্লাহর রহমত, খায়ের ও বরককত") মাশাওয়ারা করে কাজ করলে তোড় সৃষ্টি হয়না, ওহীর বরকত পাওয়া যায়, মাশওয়ারা করে কাজ করলে আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরিত আজাব উঠাইয়া নেয়, সামান্য সময় দ্বীন নিয়ে চিন্তা ফিকির করা ৬০-৭০/৭০-৮০ বছর নফল ইবাদত হইতে উত্তম।

মাশওয়ারির হুকুম ঃ দ্বীনের কাজে মাশওয়ারা করা ওয়াজিব , দুনিয়াবী কাজে মাশওয়ারা করা সুন্নাত ।

❖ **মাশওয়ারার আদব ঃ**

(ক) সুন্নাত তরিকায় বসা (খ)গোলাকার হয়ে বসা (গ)সকল সাথীদের মাফ করে বসা (ঘ)সকল সাথীর ফিকির এক করে বসা (ঙ) সুগন্ধী লাগিয়ে বসা (চ) অজু করে বসা (ছ) পারলে দুই রাকাত নামাজ পরে বসা (জ) জরুরত দাবায় বসা (ঝ) দিলকে খালি করে বসা।

প্রথমে একজন আমির নিযুক্ত করা, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চলতি জামাতে যেহেতু আমির নিযুক্ত করা আছে এজন্য নতুন করে আমির নিযুক্ত করার প্রয়োজন নাই । আর আমিরের তিনটি গুণ থাকতে হবে।

গুণ তিনটি এই ঃ

(১) আকেল (সুস্থ জ্ঞান সম্পন) (২) বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) (৩) পুরুষ

তিন শ্রেণীর লোককে আমির বানানো যাবে না ঃ

(১) নাবালেগ (২) পাগল (৩) মহিলা

আমির সাহেবের ডান দিক থেকে খেয়াল দিব, নিজের খেয়ালকে আমানত মনে করব, অপর ভাইকে খেয়ালকে গনিমত মনে করব, কারো খেয়ালকে কেউ কাটবোনা, নিজের খেয়ালের উপর রায় হলে এস্তেগফার পড়ব, অপর ভাইয়ের খেয়ালের উপর রায় হলে আলহামদুলিল্লাহ বলব, এবং বেজার হব না । আমির সাহেব ইচ্ছা করলে সাথিদের খেল নিয়েও রায় দিতে পারে, আবার খেল ছাড়াও রায় দিতে পারে।

CamScanner

এলান

তা'আরুফি এলান ঃ (প্রথম মজলিসের এলান)

আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনের এক মোবারক মেহনত নিয়ে এই মসজিদে একটি জামাত উপস্থিত। ইংশাআল্লাহ সুন্নাত নামাযের পর মহল্লাবাসীদের সাথে জরুরী পরামর্শ হবে, আমরা সব ভাই বসবো বহুত ফায়দা হবে।

গাশতের এলান ঃ

ইংশাআল্লাহ দোয়ার পর মহল্লায় দাওয়াতের আমল হবে মসজিদে ঈমান-এক্বিনের কথা হবে, আমরা সব ভাই বসবো বহুত ফায়দা হবে।

বয়ানের এলান ঃ

ইংশাআল্লাহ সুন্নাত নামাযের পর মসজিদে ঈমান-আমলের মেহনত সম্পর্কে জরুরি কথা হবে, আমরা সব ভাই বসবো বহুত ফায়দা হবে।

তা'লিমের এলানঃ

ইংশাআল্লাহ নামাযের পর কিতাবী তা'লিম হবে, আমরা সব ভাই বসবো বহুত ফায়দা হবে।

মার্কাজে সবগুজারীর এলান

মাগরিব বাদ এলামঃ

ইংশাআল্লাহ্ বাকী নামাযের পর ব্যক্তিগত আমল পূরাকরব, কুরআন পাকের তেলাওয়াত করব, যিনারা পড়তে জানিনা তাশ্‌বিহাত আদায় করব, এরপর ঈমান আমলের মেহনত সম্পর্কে জরুরী বয়ান হবে, আমরা মেম্বারের কাছে মিলে মিলে বসবো বহুত ফায়দা হবে।

এশার পর কিতাবি তা'লিমের এলামঃ

ইংশাআল্লাহ্ বাকী নামাযের পর সাহাবী আজ্‌মাইনদের সিরাতের কিতাব থেকে পড়ে শোনানো হবে। (অথবা হায়াতুস সাহাবা কিতাব পড়ে শোনানো হবে) আমরা মেম্বরের কাছে মিলে মিলে বসবো বহুত ফায়দা হবে।

CamScanner

এসো ছয় নম্বর শিখি

গাস্তের আদবঃ

আলহামদুলিল্লাহ..... সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য যিনি আমাদেরকে মসজিদে নামাযের পর দ্বীনি একটি মজলিসে বসার তওফিক দান করেছেন এই জন্য শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত মানুষের সুখ শান্তি একমাত্র দ্বীনের মধ্যে আর দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ তা'লার হুকুম ও নবীর তরীকা। আর এই দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তা'লায়া লক্ষাধিক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সকলে এসে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য একই কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন,হে লোকসকল! তোমরা বলো"লা ইলাহা ইল্লাল্লহা" তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে, আর যারা এই কালিমা কে গ্রহণ করেছে তাঁরা কামিয়াব হয়েছে। আর সকল নবীরাই এই দাওয়াতের জন্য কষ্ট করেছেন, হুজুর (সঃ) বলেছেন, আমার পক্ষ হতে একটি বাণী হলে ও অপর ভাইয়ের নিকট পৌছে দিও।আমিই সর্ব শেষ নবী, আমার পর আর কোনো নবী আসবেনা। কিন্ত এই দাওয়াতের কাজ কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে, এই দাওয়াতের কাজের জিম্মাদারী আনেওয়ালা সকল উম্মতের উপর। এই জিম্মাদারী পুরা করার জন্য আমি তৈরি আছি, আপনারা তৈরি আছেন তো? এই দাওয়াতের কাজে অনেক লাভ আছে। এই দাওয়াতের কাজে এক সকাল, এক বিকাল ঘোরাফেরা করা আসমান এবং জমীন এর মাঝে যা কিছু আছে তার থেকেও উত্তম, প্রতি কদমে ৭০০ নেকী, ৭০০ গোনাহ মাফ এবং ৭০০ জান্নাতের মর্তবা বুলন্দ করে দিবেন।

এই কাজের একটা তরতীব আছে। পুরা জামাত টা দুইটা অংশ হবে, এক অংশ মসজিদে কাজ করবে এবং অপর অংশটি মসজিদের বাইরে কাজ করবে, যে অংশটি মসজিদের ভিতরে করবে সেখানে ৪ (চার) শ্রেণীর লোক থাকবে।

১। একজন, মুতাকাল্লীম ২। কিছু মামুর ৩। একজন যিকিরে ৪। একজন এস্তেগাবালে

আর যে অংশটি মসজিদের বাইরে কাজ করবে এখানে ও ৪ (চার) শ্রেণীর লোক থাকবে।

১। একজন রাহবার ২। একজন মুতাকাল্লীম ৩। কিছু মামুর ৪। একজন জিম্মাদার

- রাহবার ভাই এলাকার হলে ভালো হয়। আর এই রাহবারি কাজে অনেক লাভ আছে, এই দাওয়াতের কাজে যে নেকীটুকু হবে তার একটা বিশেষ অংশ আল্লাহ তা'য়ালা রাহবার ভাইকে দান করবেন তো রাহবার ভাই কে হবেন ইংশাআল্লাহ। আর রাহবার ভাই এর কাজ হলো দুনিয়ামুখী মানুষকে সালাম- কালামের মাধ্যমে দুনিয়াবী কাজ হতে ফারেগ করে মুতাকাল্লীম ভাই এর হতে তুলে দিবেন। মুতাকাল্লীম ভাই তিন বিষয়কে সামনে রেখে দাওয়াত দিবে- তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত। দাওয়াত এতো ছোটো করবে না যে এলান হয়ে গেলো আবার এতো বড় ও করবে না যে বয়ান হয়ে গেলো। আর মামুর ভাইয়েরা কোনো কথা বলবে না, তাদের মুখে থাকবে জিকির এবং অন্তরে থাকবে ফিকির, আর জিম্মাদার ভাই জামাতকে পরিচালনা করবেন। জামাতের মধ্যে কোনো প্রকার বেউসুলী হয়ে গেলে তাকবীর দিয়ে সংশোধন করে নিবেন। তিনি ইচ্ছা করলে জামাত কে মসজিদে ফিরিয়ে আনতে পারেন, অথবা সামনের দিকে ও আগাতে পারেন, তো আমরা যারা এই দাওয়াতের কাজে যাবো তারা কয়েকজন সাথী খুশি খুশি উঠি।

CamScanner

ইমান একীনের কথাঃ (ঈমানী মশ্‌কম)

লা- ইলাহা ইল্লালাহ্ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

[লা- ইলাহা ইল্লালাহ্ দীলের একীন সহীহ করার কালেমা]

- জমিন মাখলুক- আল্লাহ্ খালেক।
- জমিন রুজি দেয়না- আল্লাহ্ রুজি দেয়।
- জমিন রুজে দিলেও আল্লাহর হুকুমে দেয়।
- জমিন রুজি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর মোহতাজ।
- আল্লাহ রুজি দেওয়ার ব্যপারে জমিনের মোহতাজ না ।
- যে আল্লাহ জমিন দ্বারা রুজি দেয়, সেই আল্লাহ জমিন ছাড়া রুজি দিতে পারেন।

এই কথার একীন দীলে বসানোর নামইঃ **লা-ইলাহা ইল্লাহ্**

মেছাল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুছা (আঃ) এর কওমকে ৪০ বৎসর বিনা আসবাবে আসমানী খানা খাওয়াইছেন।

[মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ তরিকায় ইয়াকিন সহি করার কালেমা]

মালের মধ্যে কোন কামিয়াবি নাই, আমলের মধ্যেই কামিয়াবী ।

জমিন, চাকরী, ব্যবসা, এ সবই মাল, জমি চাষ করা, চাকরী করা, ব্যবসা করা, এগুলো আমল।

জমিন চাষ , ব্যবসা, চাকুরি-যদি আল্লাহর হুকুম...

আর রাসুল (সাঃ) এর তরিকায় ও এখলাসের সাথে হয়- তাহলে সেটাই হবে নেক আমল।

নেক আমল দ্বারা

(১) জিন্দেগী বনবে (সুন্দর হবে)

(২) দুনিয়াতে আয়ের বরকত হবে।

(৩) আখেরাতে জান্নাতে যাওয়ার উছিলা হবে।

বিপরীত ভাবে

জমিন চাষ, ব্যবসা, চাকুরী ও অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ যদি আল্লাহর হুকুম, রসুল (সাঃ) এর তরিকায় ও এখলাসের সাথে না হয়, তাহলে বদ আমল হবে।

(১) জিন্দেগী নষ্ট হবে।

(২) দুনিয়াতে বে- বরকত ও পেরেশানীর কারণ হবে।

(৩) আখেরাতে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

এ কথার একীন দীলে বসানোর নাম ঃ **মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।**

একীন বনবে (তৈরি হবে)।

(ক) ৩ (তিন) চিল্লায়।

(খ) একীন হেফাজত হবে মসজিদ ওয়ারী ৫ (পাঁচ) কামে।

(গ) একীন ব্যবহার হবে- ৪ আমলে।

১)এবাদাত

২) মোয়ামেলাত

৩) মুআশারাত

৪) আখলাক্ব

গাস্তের দাওয়াত -০১ (পাকিস্তানি পদ্ধতিতে গাস্তের দাওয়াত)

আসসালামু আলাইকুম ওরমাতুল্লাহ.....

কেমন আছেন?..... ভালো রাখার মালিক কে? সুস্থ রাখার মালিক আল্লাহ, অসুস্থ রাখার মালিক আল্লাহ, সবকিছুর মালিক আল্লাহ। ভাই আমরা এক সময় দুনিয়াতে ছিলামনা, এখন আছি, আবার থাকব না, এটাই বাস্তবতা।

আমরা মুসলমান, আমরা কালিমা পড়েছি, আমাদের কালিমা কি? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। কালিমার অর্থ - আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।

আমরা এই কালিমা পড়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে ওয়াদা করেছি, হে আল্লাহ আপনার হুকুম মানব আর নবীর তরিকায় চলব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মানবে নবীর তরিকায় চলবে, আল্লাহ তায়লাও ওয়াদা করেছেন যে, তাকে দুনিয়াতে ইজ্জত সম্মানের পবিত্র জিন্দেগী দান করবেন এবং মৃত্যুর পর বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।

আর, মানুষের সুখ–শান্তি, ইজ্জত-সম্মান, কামিয়াবি-সফলতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হুকুমের মধ্যে আর নবীর তরিকার মধ্যে।

আর এই সুখ-শান্তি, ইজ্জত-সম্মান, কামিয়াবি-সফলতা কিভাবে আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে আসতে পারে এজন্য এক জবরদস্ত মেহনত দরকার,আর এই মেহনত নিয়ে আপনাদের এই মহল্লার মসজিদে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হইতেছে, আমরা আপনার নগদ নগদ নেওয়ার জন্য আসছিলাম,ভাই আপনি যদি এখন যাইতেন, আপনার সময়টা দামি হয়ে যাইত, আমরাও খুশি হতাম,আল্লাহ তায়ালাও খুশি হতো,ভাই এখন যাওয়া যায়না? মাগরিবের পর আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে, ইনশাআল্লাহ পরে আইসেন।

গাস্তের দাওয়াত-০২(ছয় নম্বর পদ্ধতিতে গাস্তের দাওয়াত)

আসসালামু আলাইকুম ওরমাতুল্লাহ.....

কেমন আছেন?..... ভালো রাখার মালিক কে?..... সুস্থ রাখার মালিক আল্লাহ, অসুস্থ রাখার মালিক আল্লাহ, সবকিছুর মালিক আল্লাহ।

ভাই আমরা এক সময় দুনিয়াতে ছিলামনা..... এখন আছি, আবার থাকব না, এটাই বাস্তবতা।

আমরা মুসলমান আমাদের ইমানী কালিমা কি?.... লা-ইলাহা ইল্লাললাহু মুহাম্মাদু

আমরা দুই চোখে যা দেখি আর না দেখি আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই মাখলুক, আর মাখলুক কিছুই করিতে পারেনা আল্লাহর হুকুম ছাড়া, আর আল্লাহ সব কিছুই করিতে পারেন মাখলুক ছাড়া।একমাত্র হুজুর (সাঃ) তরিকায় আছে শান্তি আর কামিয়াবি।

আর এই শান্তি, কামিয়াবি কিভাবে আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে আসতে পারে এজন্য এক জবরদস্ত মেহনত দরকার। আর এই মেহনত নিয়ে আপনাদের এই মহল্লার মসজিদে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হইতেছে, আমরা আপনার নগদ নগদ নেওয়ার জন্য আসছিলাম, ভাই আপনি যদি এখন যাইতেন, আপনার সময়টা দামি হয়ে যাইত, আমরাও খুশি হতাম, ,আল্লাহ তায়ালাও খুশি হতো। ভাই এখন যাওয়া যায়না? মাগরিবের পর আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে, ইনশাআল্লাহ পরে আইসেন।

CamScanner

জোড় মিল সবর ও ধৈর্য্যের মোযাকারা

জোড় মিল-ইস্তেমায়ীয়াত ঃ

"ওয়ালা তা'ছিমু বিহাবলিল্লাহি....."। এস্তেমায়ী কুলুব, এস্তেফাকে ফিকির (পরামর্শ)। এস্তেমায়ীয়াত না থাকলে আকাশ পরিমাণ ইবাদত করলেও আল্লাহর মদদ, নুসরত, রহমত পাবে না। সমস্ত বিশ্ব জাহানের অস্তিত্ব দ্বীনের কারণে। দাওয়াত,এস্তেমায়ীয়াত,পরামর্শ, মুবাব্বত,আখলাক,সবর এর দ্বারা দ্বীন কায়েম রাখতে হবে।

জোড় মিল পয়দা হয়ঃ - সালাম, কালাম, তোয়াম, কিয়াম,

মিষ্টি মুচকি হাসি অসাক্ষাতে প্রসংশা করা ও দোয়া করা। জোড় মিল নষ্ট হয়- বদগুমানী,অজুহি, গীবাত, ঝগড়া। আখলাকের দ্বারা ইবাদতের ঘাটতি পুরা হয়, কিন্তু ইবাদতের দ্বারা আখলাকের ঘাটতি পূরা হয় না। (কুকুর কে সেবা করা/বিড়াল কে মেরে ফেলার উদাহরণ)

জোড় মিলের সাথে জামাত ফিরলে, নগদ জামাত না উঠলেও কামিয়াব জামাত (৬সিফাতের আলামতী)। সালাম করলে মুহাব্বাত বাড়বে, ঈমান থাকলে জান্নাত প্রবেশ করবে।

ধৈর্য সবর ঃ করবানী /ইস্তেকামাতে-

"ইয়া আয়্যুহাল্লাঝিনা আমানুস্তায়িনু বিসসবরি ওয়াসসলাহ্....."।

"ওয়াল আসর....."।

সবর- (১) আদেশ (২) নিষেধ (৩) জুলুম অত্যাচার বরদাস্ত (৪) বিপদে আপদে ধৈর্য্যের বদলা কবরে ইবাদতের ব্যর্থতা পুরা করার জন্য তৈরি থাকবে, প্রয়োজন না হলে মিজানের পাল্লা ভারী করে দেবে।

বালা মুছিবতেঃ (১) গুনাহ মাফ হয় (২) দোয়া কবুল হয় (৩) ফেরেশতারা দোয়া করে (৪) মাকাম বৃদ্ধি পায় । আল্লাহ তা'আলা যদি কোন বান্দাকে কোন বিশেষ নিয়ামত দিতে চান, কিন্তু তার আমল তার উপযুক্ত না হয়, তখন ঘাটতি পুরনের জরিয়া বানান। ধৈর্য্যর মেছাল (মুয়াবিয়া রাজপুত্রের ঘটনা)।

নতুনদের ইসলাহ হয়, আর পুরানদের মাকাম বৃদ্ধি পায় । সবর শোকর বিনা হিসেবে জান্নাতী । সর্ববস্থায় ধৈর্য্য নবুয়তের আলামত।

CamScanner

এসো ছয় নম্বর শিখি

আখলাক ঃ

আখলাকের বুনিয়াদ ধৈর্য্য। কামেল ঈমানের আলামত আখলাক । আখলাক ৩ প্রকার - আখলাকে হাসানা (দায়ীর জরুরী ছিফাত) ॥ ক্ষমাকারী জান্নাতী (ঘটনা)। এই জামানায় সবচেয়ে বড় কুরবানী হলো সাথীর যে উসুলী বরদাস্ত করা। সাথীর যে উসুলী বরদাস্ত করা বড় উসুল । আখলাকের ৩৬০টি শাখা ৩ টি জিনিসের মধ্যে শামিল।

(১) যে তোমাকে ত্যাগ করে তা সাথে জুড়ো ।

(২) যে তোমার উপর জুলুম করে তাকে ক্ষমা করে দাও।

(৩) যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে ইহসান কর (দান কর)।

এই ৩টি আবার ১টির মধ্যে শামিল । সেটি হলো সাথীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার অপছন্দনীয় আচড়ন হাসিমুখে সহ্য করে তাকে সাথে নিয়ে চলা (আখলাকে মুহাম্মাদী (সাঃ) । আমার আমল যত বেশী হোকনা কেন, কি আসে যায়, যদি আল্লাহ পাক কবুল না করেন। অন্যের গুনাহ /অপরাধ / নাফরমানী কি ক্ষতি , আল্লাহ তা'য়ালা যদি মাফ করে দেন । এই মনোভাব / দৃষ্টি ভঙ্গির কাইফিয়াত নিয়ে চলা কিবির থেকে বাঁচার উপায় - ছোট / অধস্তন সাথীদের সাথে এমন মনোভাব কথা বলা যেন , সম্মানিত কোন শক্তি ধর ব্যক্তির সাথে কথা বলা যায়। (তাওয়াজ্জু) ।

মেহমানদারী করা । মন্দ আচরনের জবাব ভালর দ্বারা দেয়া, দুশমন / জালেমকে উপকার পৌছানো মওকা তালাশ করা ১ম শ্রেণীর আখলাক । ক্ষতির বদলে উত্তম হাসিতে সালাম দেওয়া , জালেম কে মাফ করে দেওয়া , আল্লাহর কাছে তার জন্য মাফ চাওয়া , তার হিদায়াত ও কল্যাণ কামনা দোয়া করতে থাকা । উপকারের বদলে কষ্ট দিলে , উপকারের কথা এর সাথে মিলিয়ে বরবাদ না করা । তাকে উপকারের বদলে বলে খোটা না দেওয়া ইখলাস।

উম্মে সালামা রাসুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ১ মহিলার ২জন স্বামী ছিল (১ম জনের মৃত্যুর পর ২য় স্বামী ঐ মহিলা ও তার উভয় স্বামী ৩ জনই জান্নাতী হলে মহিলা কার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে ? রাসুল (সাঃ) উত্তর দিলেন , যার আচরন ও ব্যবহার অধিক সুন্দর তার সাথেই থাকবে ।

CamScanner

আলমী ফিকির নানোর মোযাকারাঃ

কুনতুম খাইরি উম্মাত , উখরিজাত লিন্নাস .....
কু আনফুসুকুম ওয়া আহলিকুম নারা .....
দাওয়াতের গুরুত্ব, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের প্রতি ।

ক- আংফুসুকুম

১) ইমকেনানী তালিম ।
২) ঘরের তালিম ।
৩) মোকামী গাস্ত ।
৪) ২য় গাস্ত (নিজ হালকা)
৫) ৭/১০ দিনের জামাত, ১ চিল্লা নিজ জেলায় পায়দল ।
৬) মাস্তঃ চিল্লা (নিজ দেশে)

আহলিকুম নারা

১) ঘরের তালিম ।
২) মসজিদের তালি ।
৩) বেরুনি গাস্ত ।
৪) ৩ দিনের জামাত পাশ্ববর্তী হালকা)
৫) ৩ চিল্লা (অন্য দে)
৬) বেরুন মুলক ফর (অন্য দেশে)

আমরা বিশ্ব নবীর বিশ্ব উম্মত , আলমী উম্মত, আলমী জি দারী ।

৩ টি জিনিসকে আল্লাহ সহজ করেছেনঃ

১) কুয়াতে নিয়ত-(সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য) ।
২) কুয়াতে ফিকির-(কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালদের জন্য)
৩) কুয়াতে দোয়া-(সমস্ত উম্মতকে সামনে রেখে) ।

পুরা জান, পুরা মাল , পুরা দ্বীন , পুরা দুনিয়ার জন্য তৈরি কা ।
সব সময়, সব মানুষকে, সব জায়গায়, সব অবস্থায় দাওয়াত দেওয়ার জন্য তৈরি থাকা ।

পাসপোর্ট কর লাভ ও গুরুত্বঃ

১) পাসপোর্ট-এ জামানার ঘোড়া ।
২) পাসপোর্ট- বিদেশ সফরের অর্ধেক ।
৩) পাসপোর্ট- এর খরচ (৩৪৫০/-) বিদেশ সফরের আমল হিসেবে গণ্য ।
৪) পাসপোর্ট- আমার জন্য সাক্ষী হবে ।
৫) পাসপোর্ট-সফরে উদ্দুদ্ধ করবে, স্বরণ করবে ।
৬) পাসপোর্ট- মৃত্যুর পরে ও পরবর্তী নসবের জন্য উৎসাহ াগাবে ।
৭) পাসপার্ট- তৈরি থাকলে যেকোন সময় সুযোগ এলে যাও সহজ । বলা যায় না কখন সুযোগ আসে ।

আলমী সফরের ছা ও সহজ উপায়ঃ

১। বিদেশ সফর ।
২। বিদেশী জামাতের সাথে সফর ।
৩। বিদেশী জামাতের নুসরতঃ মোজাকারা/তরজমা/খিদমতে লাইনে ।
৪। কাকরাইলে বিদেশী নজমে সময় দান ।(তরতীব)
৫। বিদেশের জন্য অর্থ দেওয়া/বিদেশী জামাত তৈরী করার ফিকির করা ।
৬। সারা দুনিয়ার জন্য ফিকির ও দোয়ার ইহতেমাম করা(বি ম্যাপ সামনে রেখে)

আলমী সফরের আসবাবঃ

১। একিনি আসবাবঃ
২। আলমী আসবাবঃ
৩ ।দাওয়াতী আসবাবঃ(সাল/৩চিল্লা+ছয় নম্বর+৫ কাজ+ ভা)
৪। যাহেরী আসবাবঃ(পাসপোর্ট+ ভিসা+ টিকেট+ সার্টিফি ট+ ডলার ।

CamScanner